মণ্ডল, এমনকি
তাদের বর্ণনাও উত্তরোত্তর স্পষ্ট থেকে অস্পষ্ট হতে থাকে।

❑ ৫.৬. বর্ণনামূলক জ্ঞান প্রসঙ্গে মূল নীতি বা সূত্র (Fundamental principle behind descriptive knowledge) :

ওপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণনামূলক জ্ঞান মাত্রই কোন এক পর্যায়ে পরিচিতিমূলক জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হয়। বর্ণনাত্মক বচনকে বিশ্লেষণ করে রাসেল এমনই এক মূল সূত্রের (fundamental principle) উল্লেখ করে বলেছেন, **'আমাদের বোধগম্য প্রতিটি বচনকে অবশ্যই এমন সব উপাদানে গঠিত হতে হবে, যে সব উপাদানের সঙ্গে আমরা পরিচিত।'**[১]

অনেকে এই মূল নীতি বা সূত্রটিকে অস্বীকার করলেও রাসেল এই নীতির সমর্থনে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন ঃ

যেসব অবধারণ বা বচন আমরা গঠন করি তাদের অর্থবহ হতে হবে ; যা অর্থহীন তা বচন বা বিবৃতিরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না। বচনের অর্থ নির্ভর করে বচনের অন্তর্গত শব্দসমূহের ওপর। তাহলে বচনকে অর্থপূর্ণ হতে গেলে বচনের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দকে অর্থপূর্ণ হতে হবে—যে শব্দ অর্থপূর্ণ নয় তা নিছক ধ্বনিমাত্র (noise)। সাক্ষাৎ পরিচিতির মাধ্যমেই একটি শব্দ তার অর্থলাভ করে। বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

'শব্দের অর্থকরণ' বলতে বোঝায় 'শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান। শব্দের সংজ্ঞা বা অর্থকরণ দুইভাবে হতে পারে—(i) অন্য শব্দ ব্যবহার করে অথবা (ii) কোন শব্দ ব্যবহার না করে কেবল আঙুল তুলে বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়ে। প্রথম প্রকার অর্থকরণ বা সংজ্ঞা হল **শাব্দিক** (verbal), দ্বিতীয় প্রকার হল **অশাব্দিক** (non-verbal) বা **দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক** (ostensive)। বাস্তবিক পক্ষে, শাব্দিক সংজ্ঞার ভিত্তি হল অশাব্দিক প্রদর্শক-সংজ্ঞা—বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতিমূলক সংজ্ঞা। সব শব্দের অর্থকরণ অর্থাৎ সংজ্ঞা শাব্দিক হলে শব্দের জগতেই আমাদের আবদ্ধ থাকতে হয়, শব্দের সঙ্গে শব্দ-নির্দেশিত বিষয়ের অর্থাৎ অর্থের সম্বন্ধ নির্ধারণ

১. 'Every proposition which we can understand must be composed of constituents with which we are acquainted.' Ibid. P. 32.

কখনোই সম্ভব হয় না। ধরা যাক, 'পিতা' শব্দের শাব্দিক সংজ্ঞায় বলা হয় 'পুরুষ জন্মদাতা'। এখানে যদি কেউ সংজ্ঞার অন্তর্গত 'পুরুষ' ও 'জন্মদাতা' শব্দ দুটির অর্থ না জানে, তাহলে ঐ দুটি শব্দের সংজ্ঞায় অর্থাৎ অর্থকরণে ভিন্ন কোন শব্দ ব্যবহার করতে হয়। তেমনি আবার, সেই সব ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অর্থকরণে আরও নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করতে হয়। এভাবে ক্রমাগত চললে 'অনবস্থা দোষ' (fallacy of infinite regress) ঘটে। কাজেই, শব্দের সঙ্গে শব্দার্থের অর্থাৎ শব্দ-নির্দেশিত বিষয়ের যোগসাধন করতে হলে, কোন এক স্তরে, অশাব্দিক উপায়ে, **পরিচিতির মাধ্যমে,** শব্দের অর্থ প্রদান করতে হয়। এভাবে, কেবল 'লাল', 'নীল'-জাতীয় অনুভব-শব্দের নয়, 'চেয়ার', 'টেবিল' 'রাম', 'শাম' প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক শব্দের, এমনকি 'পরিবর্তন', 'আবার'-জাতীয় বিমূর্ত শব্দের অর্থও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থাৎ দৃষ্টান্তের সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমেই (সে দৃষ্টান্ত ইন্দ্রিয়-উপাত্ত হতে পারে, আবার কোন বিবৃতিও হতে পারে) সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে, **সব শব্দের অর্থবোধের মূলে হল পরিচিতি।** তাহলে মানতে হয় যে, বচনে প্রকাশিত কোন বর্ণনার অর্থবোধের মূলেও হল কোন না কোন ভাবে, কোন না কোন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি।

তাহলে, যখন আমরা জুলিয়াস সিজার সম্পর্কে কিছু বলি তখন জুলিয়াস সিজার আমাদের সামনে উপস্থিত না থাকায়, আমরা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে পারি না। এখানে আমাদের সামনে উপস্থিত থাকে কিছু বর্ণনা, যেমন—'যাকে মার্চ মাসের ১৫ তারিখে হত্যা করা হয়', অথবা 'যিনি রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন', অথবা 'এমন ব্যক্তি যার নাম ছিল জুলিয়াস সিজার'। এখানে বিবৃতিগুলির নির্দেশক 'ব্যক্তিরূপে জুলিয়াস' সিজার নয়, তা হল 'ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা'। অর্থাৎ, 'এখানে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু নয়, আমাদের জ্ঞাতব্য হল, ঐ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু প্রসঙ্গে কতকগুলি বচনের অর্থজ্ঞানলাভ'। এসব বর্ণনাত্মক বচনের অর্থজ্ঞান লাভ করতে হলে, বচনটি যেসব বিশেষ ও সামান্য নিয়ে গঠিত তাদের সঙ্গে পরিচিত না হলে চলে না।'[১] এজন্যই রাসেল বলেন **'আমাদের সমস্ত জ্ঞানের—বর্ণনামূলক জ্ঞানের এবং সত্যতা সংক্রান্ত জ্ঞানের (knowledge of truths) ভিত্তি হল পরিচিতি।'**[২]

❑ ৫.৭. বর্ণনামূলক জ্ঞান স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of knowledge by description) :

বর্ণনামূলকজ্ঞান পরিচিতিমূলক জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল হলেও রাসেল এই জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। বর্ণনামূলক জ্ঞান পরিচিতিমূলক জ্ঞান থেকে **'স্বতন্ত্র'** ও স্বাধীন, কেননা পরিচিতিমূলক জ্ঞানে যা জানা যায় না, বর্ণনামূলক জ্ঞানে তা জানা সম্ভব হয়; 'প্রয়োজনীয়' কেননা এই জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের সীমানাকে প্রসারিত করে। এপ্রসঙ্গে রাসেল বলেন, 'বর্ণনামূলকজ্ঞান আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ সীমানাকে অতিক্রম করতে

---

১. Ibid. P. 32

২. All our knowledge, both knowledge of things and knowledge of truths, rests upon acquaintance as its foundation'- Ibid. P. 26.

সাহায্য করে, এবং এটাই হল এই জ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা'।[১] ভৌত-পদার্থকে, যথা টেবিলকে, আমরা পরিচিতির সাহায্যে জানতে না পারলেও, অন্যভাবে, বর্ণনার মাধ্যমে—'টেবিল হল এমন যা এই-এই-ইন্দ্রিয়-উপাত্তের কারণ', এমন বর্ণনার মাধ্যমে—জানতে পারি। এপ্রকার জানা সাক্ষাৎ পরিচিতির মাধ্যমে না হলেও পরোক্ষভাবে, অনুমানের মাধ্যমে জানা। তেমনি, আমি ছাড়া যে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছে তা জানাও পরিচিতির মাধ্যমে সম্ভব নয়, যেহেতু অপর ব্যক্তিও টেবিলের মতো ভৌত-পদার্থ। এখানেও আমাদের জ্ঞানটি হবে পরোক্ষজ্ঞান, বর্ণনার মাধ্যমে জ্ঞান। তেমনি আবার, যার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নেই, যেমন—জুলিয়াস সিজার, সেখানেও আমাদের জ্ঞানটি হবে 'এমন ব্যক্তি যিনি রাবিকন অতিক্রম করেছিলেন,' এমন বর্ণনার মাধ্যমে পরোক্ষজ্ঞান। স্পষ্টতই, বর্ণনামূলক জ্ঞানকে স্বতন্ত্রজ্ঞানরূপে স্বীকার করে রাসেল আমাদের পরিচিতির সীমাবদ্ধ জগতের গণ্ডিকে সুদূর প্রসারী করেছেন। বর্ণনামূলক জ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার করে কেবল পরিচিতিমূলক জ্ঞানকে স্বীকার করলে, রাসেল বলেন, 'বিজ্ঞান ও দর্শনের জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকাংশ জ্ঞানকেই রহস্যময় (mysterious) ও সংশয়জনক (doubtful) বলে মনে হবে'[২]।

স্পষ্টতই, রাসেল অভিজ্ঞতাবাদকে সমর্থন করলেও চরম অভিজ্ঞতাবাদ সমর্থন করেননি। চরম অভিজ্ঞতাবাদীদের মতো রাসেল সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাকেই (সাক্ষাৎ পরিচিতিকেই) একমাত্র জ্ঞান-মাধ্যম বলেননি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও পরোক্ষ অনুমানকে জ্ঞান-মাধ্যমরূপে স্বীকার করেছেন। এখানে, পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমরূপে বর্ণনাকে স্বীকার করে রাসেল জ্ঞানের পরিধিকে কেবল প্রত্যক্ষের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখেননি।

❑ ৫.৮. সমালোচনা (Criticism) :

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিককে যুক্তিনিষ্ঠ হতে গেলে এমন কথাই বলতে হবে যে, যার অভিজ্ঞতা হয় সেটাই কেবল আছে এবং তাকেই কেবল জানা যায়। অভিজ্ঞতার বাইরে কোন জগৎ আছে অথবা নেই, থাকলে তাকে জানা যায় অথবা যায় না—এজাতীয় প্রশ্ন অভিজ্ঞতাবাদীর নয়, কেননা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে—সদর্থকভাবে অথবা নঞর্থকভাবে উত্তর দিতে হলে, অভিজ্ঞতার সীমানাকে অতিক্রম করতে হয়। অভিজ্ঞতাবাদের সমর্থকরূপে রাসেল তাই যুক্তি সম্মতভাবে ভৌত পদার্থকে স্বীকার করতে পারেন না, এবং সেই পদার্থ প্রসঙ্গে বর্ণনামূলক জ্ঞানকেও স্বীকার করতে পারেন না। যুক্তিসম্মতভাবে রাসেল যা বলতে পারেন তা হল—সাক্ষাৎ পরিচিতির বিষয়রূপে ইন্দ্রিয়-উপাত্তসমূহই কেবল আছে এবং পরিচিতিমূলক জ্ঞানই হল একমাত্রজ্ঞান।

তাছাড়া, রাসেলের মতে, বর্ণনামূলক জ্ঞান হল এমন যা সত্য হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে ; কিন্তু বর্ণনামূলক জ্ঞানের দৃষ্টান্তরূপে রাসেল এমন কয়েকটি বচনের উল্লেখ করেছেন যা সর্বদা সত্য হয়, কখনো মিথ্যা হয় না। তেমনি আবার এমন সত্য বচনের উল্লেখ

১. 'The chief importance of knowledge by description is that it enables us to pass beyond the limits of our private experience'. Ibid. P. 32.
২. Ibid.

করেছেন যার বিরুদ্ধ বচনও সত্য হয় এবং তার ফলে যুক্তিশাস্ত্রের বিরোধিতার নিয়মটি (Law of Contradiction) লঙ্ঘিত হয়। রাসেল প্রদত্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বিষয়টি বোঝানো গেল ঃ

বিসমার্কের (Bismarck) বর্ণনায় রাসেল বলেছেন—

'জার্মানীর প্রথম চ্যান্সেলর হলেন বিসমার্ক'

বচনটির উদ্দেশ্য যাকে নির্দেশ করে, বিধেয় তাকেই নির্দেশ করে, অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয় হল সমার্থক। 'জার্মানীর প্রথম চ্যান্সেলর' বলতে বোঝায় 'বিসমার্ককে' ; তেমনি 'বিসমার্ক' বলতে বোঝায় 'জার্মানীর প্রথম চ্যান্সেলর'কে। তাহলে, বচনটির অর্থ-বিশ্লেষণ করলে তা হয় 'বিসমার্ক হলেন বিসমার্ক'। স্পষ্টতই, 'জার্মানীর প্রথম চ্যান্সেলর হলেন বিসমার্ক' বচনটি হল বিশ্লেষক বচন (analytic proposition) এবং বিশ্লেষক বচন সর্বদা সত্য হয়, কখনো মিথ্যা হয় না।

তেমনি,

'ওয়েভারলির (Waverley) রচয়িতা হলেন স্কট'—রাসেল উল্লিখিত এই বচনটিও, বিশ্লেষক হওয়ায় তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। এখানে 'ওয়েভারলির রচয়িতা' বলতে যে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, 'স্কট' বলতেও সেই একই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। তাহলে, বচনটির অর্থ হয় 'স্কট হলেন স্কট'। এপ্রকার বিশ্লেষক বচন কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

তেমনি আবার, রাসেল বর্ণনামূলক বচনের এমন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যাকে, এবং যার বিরুদ্ধ বচনকেও মিথ্যা বলা যায় না।[১] যেমন—

'ফ্রান্সের বর্তমান রাজা কেশহীন'

এই বচনটিকে যেমন সত্য বলা যায়, তেমনি বচনটির বিরুদ্ধ বচনটিকেও 'ফ্রান্সের বর্তমান রাজা কেশযুক্ত', এই বচনটিকেও সত্য বলা যায়, কেননা বর্তমানে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র না থাকায় সেখানে রাজা নেই।

স্পষ্টতই, রাসেল বর্ণনামূলক জ্ঞান প্রসঙ্গে এমন কয়েকটি বচনের উল্লেখ করেছেন যা যথাযোগ্য হতে পারেনি।

প্রশ্নাবলী (Questions)